Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১১ জানুয়ারি, ২০২২

৪৫ বর্ষ ২ সংখ্যা ১০ জানুয়ারি, ২০২২, সোমবার, ২৫ পৌষ, ১৪২৮

পঠন-পাঠন-এর দাবিতে ডেপুটেশনে এসএফআই-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সারা রাজ্যের মতন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা শহর বর্ধমান শহরে চার দফার দাবি নিয়ে ডি.এম অফিসের সামনে স্বাস্থ্য বিধি মেনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হল। এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচির মূল চার দফার দাবি হল—স্বাস্থ্যবিধি মেনে আংশিক স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে, নতুবা বিকল্প পাঠন-পাঠনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, মোবাইলের ডেটা প্যাকের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের এক শিক্ষাবর্ষের ফি মুকুব করতে হবে, ড্রপ আউট হওয়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ফেরাতে হবে এবং পরিবহণ ভাড়াতে কনশেসন দিতে হবে। এদিন এই দাবি নিয়ে বর্ধমান কার্জন গেট থেকে ডিএম প্রশাসনিক দপ্তর পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত করে ডি-এম অফিসে সংগঠন-এর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। এদিন জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে মিছিলকে ঢুকতে বাধা দিলেও ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ও জেদের কাছে পুলিশ-প্রশাসন হার মেনে মিছিলকে জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়।

আত্মঘাতী তাঁতশিল্পীর পরিবারের পাশে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ জানুয়ারি : ঋণে জর্জরিত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়া তাঁতশিল্পী নিমাই বসাকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন শ্রমিক নেতারা। আজ একদল শ্রমিক নেতা পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটশিমলা গ্রামে মৃত তাঁতশিল্পীর বাড়িতে যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ থেকে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত ছিলেন—পূর্ব বর্ধমান জেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের দুই সদস্য রুহিদাস বিশ্বাস, অলোক দেবনাথ, সিআইটিইউ নেতা প্রবীর মজুমদার, মন্টু বিশ্বাস, সাকাউৎ হোসেন প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাস প্রমুখ। জেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জীও টেলিফোনে পরিবারটির সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। করোনা ভাইরাসের জেরে লকডাউন, ইয়াস ঝড়-বৃষ্টির তান্ডবে কালনার তাঁতশিল্প ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যায়।যন্ত্রদানব পাওয়ারলুমও আসার পরেও কালনার হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করতে পারেনি। কালনা মহকুমায় ষাট হাজার মানুষ এই হস্তচালিত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্ত করোনা ভাইরাসের প্রকোপে এই শিল্প একেবারেই লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়ার ফলে বহু তাঁতশিল্পী কাজ হারান। বিরাট প্রভাব পরে কালনা মহকুমার কালনা শহর, ধাত্রীগ্রাম, কাদিপাড়া, পূর্বস্থলীর নশরতপুর, সমুদ্রগড়, মাজিদা, শ্রীরামপুরের মতো তাঁতশিল্প নিবিড় এলাকা গুলিতে। সাধারণত কালনায় ঢাকাই জামদানি শাড়ি বেশি উৎপাদন হয়। আর এই শাড়ি বেশির ভাগই বুনতেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসা পরিযায়ী তাঁত শ্রমিকরা। কিন্তু প্রথম লকডাউনে তারা ফিরে যাওয়ার পর আর এদিকে কেউ পা বাড়াননি। অন্যদিকে জীবন জীবিকার টানে এখানকার তাঁত মালিকরা নিজেরাই শ্রমিক হয়ে গিয়ে তাঁতে বসে যান। কিন্তু কাপড় হাটগুলোতে খরিদ্দার না থাকায় ১২ শো টাকা মূল্যের কাপড়ের দাম নেমে এসেছে মাত্র সাড়ে চারশো টাকায়। ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁত শিল্পীরা। নিমাইবাবু সেই ক্ষতি সমাল না দিতে পেরে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। এদিন শ্রমিক নেতারা বলেন, আত্মহত্যা সমাধানের পথ হতে পারে না। সবাইকে সংগঠিত হয়ে এই সমস্যার সমাধানে নামতে হবে।

চলে গেলেন কবি মলয় রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ জানুয়ারি : চলে গেলেন গ্রাম বাংলার মাঠ ফসলের কবি মলয় রায় (৭০)। হিজলনায় নিজ বাসভবনে ভোরে কবিতা লিখতে বসে আর লেখা হল না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হল কলমের মুখ খুলতে-খুলতে। রেখে গেছেন স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, নাতি ও তিন ভাই ১ বোন সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে। ছড়া-কবিতা-প্রবন্ধে সাবলীল ছিলেন তিনি। বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে গেছেন তিনি। 'গণশক্তি', 'দৈনিক বসুমতি', 'নতুন চিঠি', 'পর্যবেক্ষক', 'কাটোয়ার কলম' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। নিয়মিত লিখেছেন সংবাদ, আনন্দবাজারের জেলার পাতা, দৈনিক মুক্তবাংলা সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়। এলাকার সমস্যা, কৃষকের সমস্যা, খেতমজুরের হাঁড়ির হাল নিয়ে চিঠি লিখতেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার 'চিঠিপত্র' বিভাগে। জীবনযাপন ও চর্চায় ছিলেন অতি সাধারণ ও বিজ্ঞানমনস্ক। তাঁর প্রয়াণে নতুন চিঠি হারাল তার লেখক শুভার্থী পরিবারের অন্যতম এক সদস্যকে। তাঁর মৃত্যু গভীর শোক সংবেদনা জ্ঞাপন করছে নতুন চিঠি পরিবার।

কৃষক নেতাকে স্মরণ করলেন গলসীর মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৪ জানুয়ারি : গলসী এলাকার কমিউনিস্ট নেতা, সমাজসেবী এবং গলসী-২ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক মতিয়ার রহমান মণ্ডলের স্মরণ সমাবেশে উপচে-পড়া ভিড়ে বক্তব্য রাখেন প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক তথা সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার। এছাড়াও স্মরণ সমাবেশে স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ ও জেলা কমিটির সদস্য সাইদুল হক ও সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন গলসী-২ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলী।

সমবায় আন্দোলনের নেতা গদাধর পাল-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ [illegible] : কালনার সিপিআইএম নেতা গদাধর পালের (৮২) জীবনাবসান হয়েছে। ৯ জানুয়ারি কালনা থানার কাকুরিয়া গ্রামের বাড়িতে সকালে বাথরুমে যাওয়ার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কোন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে পার্টিনেতা কর্মী অনুরাগীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়িতে আসেন। এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রয়াত গুরু প্রসাদ

—*এরপর চারের পাতায়*

পৌরভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার দাবিতে মেমারিতে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ জানুয়ারি : মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আজ বিকেলে আগামী পৌর ভোট শান্তি পূর্ণ করার দাবিতে ও জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলের সূচনা করেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। তিনি বলেন, মেমারি পৌরসভার উন্নয়ন কাজ থমকে আছে। বর্তমান প্রশাসক মানুষের কোন দাবিদাওয়া মানছেন না। পৌরসভা দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে প্রশাসককে বরখাস্ত করে পৌরনির্বাচন করতে হবে। মিছিল সুলতানপুর মেমারি কোল্ডস্টোরেজের সামনে থেকে শুরু হয়ে খাঁড়ো ডিভিসি পাড়া চকদিঘী মোড় হয়ে কৃষ্ণবাজার মেমারি হাটপুকুরে এসে শেষ হয়। মিছিলের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন সমর ঘোষ, সনৎ ব্যানার্জী, প্রশান্ত কুমার, পীযুষ বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিধিনিষেধ অমান্য করে গন্তারে কাপড়ের হাটমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ জানুয়ারি : রাজ্যে প্রতিদিন যে ভাবে করোনা সংক্রমণের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা আগামী দিনে গভীর চিন্তার বিষয়। পূর্ব বর্ধমানেও করোনা সংক্রমণ বিগত কয়েকদিন মারাত্মক ভাবে বেড়ে চলেছে। সরকারি বিধিনিষেধ জারি হয়েছে গোটা রাজ্যে। কিন্তু সেই বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আজ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত গন্তার ফুটবল মাঠে বসেছে কাপড়ের হাটমেলা। উপচে পড়া ভিড়ে কারোও মুখে মাস্ক আছে তো কারও মুখে নেই। এমনকি হাটের বেশিরভাগ দোকানদাররা মুখে মাস্ক না লাগিয়ে জামা-কাপড় বিক্রি করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিংবা

স্থানীয় পঞ্চায়েতের কোনো নজরদারি নেই।

এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে জানা যায় হাট বাজার সংস্থা নামে এই হাটমেলা প্রতি শুক্রবার বিগত ৫-৬ মাস ধরে গন্তার ফুটবল মাঠে বসে আসছে। মেমারি থানার আসেপাশে এলাকার গ্রামগুলি থেকে মানুষ এই মেলায় এসে কেনাকাটা করে। জানা যায় তৃণমূল পরিচালিত স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ গন্তার ফুটবল মাঠকে এই হাট বসবার জন্য ভাড়া দেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ একদিকে সরকার করোনার সচেতনতা প্রচার করছেন অন্যদিকে শাসকদল গ্রামে মেলা করাচ্ছেন—এই দুমুখো নীতির জন্যই করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্যে।

সাইকেলে কালনা থেকে লাদাখ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ জানুয়ারি : করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আজ সাইকেলে লাদাখের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কালনার দুই যুবক—সৌরভ দাস ও প্রণব সাহা। এদিন তারা কালনা শহরের ১০৮ শিব মন্দির চত্বর থেকে সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে রওনা দেন। কালনা মহকুমা শাসকের দুই যুবককে দেওয়া শংসাপত্র থেকে জানা যায়—যুবকরা বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলি অতিক্রম করে জম্মু-কাশ্মীরের লাদাখে পৌঁছাবেন। তারা করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা নিয়ে মানুষকে সচেতন করবেন বলে জানা গেছে।

নতুন চিঠি

১০ জানুয়ারি, ২০২২

গণতন্ত্রের সংকট

সম্প্রতি 'ফ্রিডম হাউস'-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বিগত ১৫ বছর ধরে বিশ্বে গণতন্ত্রের অবমূল্যায়ন ঘটেছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে। এ দেশে এর শেষ বড় উদাহরণ সৃষ্টি হল গত বুধবার, ৫ জানুয়ারি, যখন পাঞ্জাবের একটা সভায় অবরোধের কারণে একটা ফ্লাই ওভারে আটকে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আক্রান্ত হননি তবু তাঁর প্রাণও চলে যেতে পারতো বলে বিবৃতি দেন। পাঞ্জাবে বিধানসভা ভোট আসছে তাই বাজার গরম করতে নেমে পড়ে গোদী মিডিয়া। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ, এখানে প্রধানমন্ত্রীও দেশের এক নাগরিক। তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও এ দেশের নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। আসলে প্রধানমন্ত্রী বলতে ভালোবাসেন, শুনতে নয়। নাগরিকের দীর্ঘশ্বাস তাঁর কানে পৌঁছায় না। তাই প্রতিবাদীদের তিনি হয় 'আন্দোলনজীবী' বলে কটাক্ষ করেন না হয় ইউ এ পি এ আইনে গারদে পাঠান, কারণ এই আইন প্রমাণ ছাড়াই গ্রেপ্তার করার অধিকার ভোগ করে রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী সংবিধানকে প্রণাম করে পার্লামেন্টে ঢুকে এন আর সি, ডিটেনশন ক্যাম্প ইত্যাদির খাঁড়া ঝুলিয়ে নাগরিকদের মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে মত্ত হয়েছেন, অথচ তাঁর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করলে সেটাই যেন গর্হিত ও বে-আইনি এমন প্রচার করা হচ্ছে।

এ রাজ্যের অবস্থাও তথৈবচ। বশংবদ বৃত্তে অভ্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন পছন্দ করেন না। বিরোধীদের তিনি মুখে লিউকোপ্লাস্ট আটকে নির্বাক হতে বলেন, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করলে 'মাওবাদী' তকমা জোটে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে তোয়াক্কা করেন না—সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা করতে মীরা পাণ্ডেকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। তাঁর মর্জিমতো হাজিরা না দিলে, এমনকি পিজির মতো বড় হাসপাতালের সুপারকেও তদন্ত ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়। দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্তকে ছাড়াতে তিনি যেমন সিবিআই অফিসে ধর্না দিতে কসুর করেন না তেমনি প্রকাশ্য সভায় গণমাধ্যমকে বলতে পারেন, পক্ষে না লিখলে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রত্যাশা করে লাভ নেই।

আসলে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত হল পরমত-সহিষ্ণুতা, বিরোধী পরিসরকে মান্যতা দেওয়া, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের ধাতে নেই, থাকলে স্টেনস্বামীকে জেলে মরতো হতো ন, অম্বীকেশ মহাপাত্রকে ১০ বছর ধরে মামলা লড়তে হতো না, যেখানে সব আসন জেতা, রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করাই শাসকদলের ঘোষিত লক্ষ্য হয়, এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৯৫ শতাংশ / ৯৭ শতাংশ ভোট জোর করে ভোট বাক্সে ফেলা হয়, সেখানে বিরোধী পরিসর সংকুচিত হয়ে গণতন্ত্রের বিপন্নতা বাড়তেই থাকে।

বাম আমলে যে প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়নি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, শ্রীমতী সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বিধানসভায় ভাঙচুর করলেও কাউকে দমনমূলক শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার একদফায় পঞ্চায়েত নির্বাচন চেয়েছিল, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান মীরা পাণ্ডে চেয়েছিলেন তিন দফায়। আপত্তি সত্ত্বেও বাম সরকার তা মেনেছিল, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বানচাল করতে আদালতে ছোটেনি। আসলে গণতন্ত্র একটা আদর্শ যেটা চর্চা করতে হয়, ভাষণ দিয়ে গণতন্ত্রের পরিসর বৃদ্ধি করা যায় না।

প্রশান্ত কুমার ধর মঞ্চের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটি দপ্তর মহাদেব ব্যানার্জি ভবনের উপরে নির্মিত প্রশান্ত কুমার ধর মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুকান্ত কোঙার। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ শিক্ষক নেতা সঞ্জিত কুমার বন্দোপাধ্যায়। অকৃতদার প্রয়াতঃ শিক্ষক নেতা প্রশান্ত ধরের রেখে যাওয়া ২৮ লক্ষ টাকা তহবিলের সাতজনের একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এদিন এই ট্রাস্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করা হয়। এই অর্থ শিক্ষা-সংস্কৃতি, খেলা-ধুলো,

রক্তদানের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হবে, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি ও সভাপতি সঞ্জিত কুমার বন্দোপাধ্যায় জানান। আজই ছিল প্রয়াতঃ প্রশান্ত কুমার ধরের ৮৩তম জন্মদিন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনুকুমার ঘোষ

হল নাগরিকের স্থানান্তর (গ্রাম থেকে শহরে) জনিত সমস্যা। বিগত ৪০ বছরে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ২২ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ-এ পোঁছেছে। এই অতিরিক্ত মানুষের শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন ছিল তা হল বিপুল

ত্রয়োদশ পর্ব

পরিমাণ কৃষিজমির বাস্তুতে রূপান্তরকরণ; অর্থাৎ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে, অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি থামেনি। এই দুই বিপরীতমুখী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল হল দেশের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব। বিশেষত, ভূমিহীন, কর্মহীন, অনিশ্চিত নগর জীবনের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অসংখ্য গ্রাম ফাঁকা করে মানুষ শহরের টানে ঘর ছাড়ে। ফলে, পরিবারের মালিকানায় থাকা প্রচুর জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। এতে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব। সব মিলিয়ে, বর্তমানের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা প্রকট হতে থাকে। এই অবস্থার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সরকার নানান পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করে যার প্রারম্ভিক পরিচয় একাদশ পর্বে আলোচিত হয়েছে।

সমবায় কৃষিব্যবস্থাও সেই পদক্ষেপের অন্যতম অঙ্গ। চীনের সমবায় আন্দোলনের শুরু হয় প্রায় ১০০ বছর আগে কতিপয় বিদ্বৎজনের উদ্যোগে। এই আন্দোলন গতি পায় ১৯২৮ সালে চৈনিক জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় আসার পর। প্রাথমিক পর্বে, সমবায় আন্দোলন মূলত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কাজ শুরু করলেও অচিরেই কৃষি বিপণন সমবায় আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ১৯৩৭ সালে চৈনিক সমবায় আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। 'গুয়াং হো' অর্থাৎ 'সমবেতভাবে কাজ করা' নামক আন্দোলন শুরু হয়। International Committee for the Promotion of the Chinese Industrial Cooperatives (ICCIC)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ছাঁটাই হওয়া শিল্পশ্রমিক ও রিফিউজিদের নিয়ে শিল্প সমবায় গড়ে তোলা। সেই আন্দোলনের আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ হল চীনের উপর জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করা।

এর পরের দুই দশক ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমবায় আন্দোলনের এক উজ্জ্বল সময়কাল। পঞ্চাশের দশকে সরকার তার অন্যতম বিভাগ হিসাবে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। কৃষি 'পারস্পরিক সহযোগিতার' সমবায় এবং যোগান ও বিপণন সমবায়ের প্রতিষ্ঠা হয় চল্লিশের দশকে। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী দেশের ৯৫ শতাংশ শহর ও গ্রাম এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত। All China Federation of Supply and Marketing Co-operatives (ACFSMC) নামক জাতীয় স্তরের এই সংগঠনটি কৃষিতে সমবায় আন্দোলনকে পরিচালনা করে এবং এর অধীনে সারা দেশে প্রাথমিক সমবায়ের সংখ্যা হল ৩০২৮১টি। এছাড়াও সারা দেশে ২১৮৫২টি ব্যবসায়ী সমবায় আছে।

কিন্তু ষাটের দশকে পোঁছে চৈনিক সমবায় আন্দোলন বিরাট ধাক্কা খায়। প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় তার কাজ। এর কারণ হিসাবে জমির মালিকানার পরিবর্তন এবং কমিউন প্রতিষ্ঠা ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থার প্রবর্তনকেই দায়ী করা চলে। এই পরিস্থিতি বজায় থাকে দীর্ঘ দুই দশক জুড়ে। ১৯৭৮ সালে পারিবারিক দায়িত্বের চুক্তি কার্যকর করা শুরু হওয়ার পর ১৯৮০-র দশকে সমবায় আন্দোলন পুনর্জীবন লাভ করে; শুরু হয় নতুন আরেক অধ্যায়ের। এই আন্দোলন আরও গতি পায় ২০০৩ সালে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে। কৃষি ছাড়াও অন্যান্য উৎপাদন বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, চল্লিশের দশকে সৃষ্টি হয় কৃষি 'যোগান ও বিপণন সমবায়' (SMC)-এর। চৈনিক সমবায় আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। এর নানাবিধ কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হল ঃ ১) কৃষককে জমি চাষ করা, ফসল তোলা ও বিক্রয়ের কাজে সাহায্য প্রদান; ২) জমিতে কাজের অধিকার (operational right) হস্তান্তরের কাজে সহযোগিতার ব্যবস্থা; ৩) কৃষি পণ্য বিক্রয়ের জন্য ই-কমার্স ব্যবস্থা তৈরি ও আনুষঙ্গিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা; ৪) দেশে ১৭০টিরও বেশি কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র চালানোর মাধ্যমে কৃষি যোগান ও বিপণনে প্রত্যক্ষ সাহায্যের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা; ৫) সারা দেশে ৬৪৩২০টি শস্য হাসপাতালের মাধ্যমে নানান কারিগরি ও কৃষি রোগ নিরাময়ের দায়িত্ব পালন; ৬) কৃষিবিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা এবং উদ্ভাবনী মূলক কাজ সম্পাদন করা; ৭) সমগ্র দেশ জুড়ে চলা কৃষি উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট যোগান এবং সরবরাহ ছাড়াও কৃষিঋণ প্রদানের কাজকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজকে সংগঠিত করা; ৮) সারা দেশ জুড়ে ৪২২০০০ পরিষেবা কেন্দ্র পরিচালনা, এবং, ৯) কৃষিব্যবস্থাকে অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন- বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন শিল্প, পর্যটন শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করা। এই বিশেষ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল কৃষির সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের মেলবন্ধনের মাধ্যমে নূতন ব্যবসায়ের সম্ভাবনা তৈরি করা। পরবর্তী কোনো এক সময়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

বর্ধমান সদর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৯ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ-এর বর্ধমান সদর বিজ্ঞানকেন্দ্রের একাদশ ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল হাটগোবিন্দপুরে। সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মনোরঞ্জন সরকার। উপস্থিত ৫৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ সভা থেকে দুটি কেন্দ্রে বিভাজিত হয়। বর্ধমান সদর-১ বিজ্ঞানে কেন্দ্রের ১৬ জনের কমিটি। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুভাষ সামন্ত ও নীলকলম ঘোষ। অনুরূপ বর্ধমান সদর-২ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ২১ জনের কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন জয়দেব নায়ক ও মনোরঞ্জন সরকার। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্মেলন বড়শুলে অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

‚p!î xeü îyeü lþ:îöì’

প্রত্যয়ী কবি মলয় রায়

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

মলয় রায়, স্বভাবকবি, গল্প ও প্রবন্ধকার, মাটির মানুষের সংগ্রামী কণ্ঠস্বর। সেই সূত্রে 'নতুন চিঠি' পরিবারের একান্ত আত্মজন। সেই স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল চিরতরে। আমাদের মতো যারা বয়সে অনেক এগিয়ে, তাদের পিছনে ফেলে রেখে অনায়াসে পেরিয়ে গেল জীবনের সীমা। কিন্তু সে চিরজীবী থাকবে তার স্মৃতি ও তার সৃষ্টিতে।

দক্ষিণ দামোদরের হিজলনা গ্রামে মলয়ের বাড়ি। প্রতি মুহূর্তে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে এগোতে হয়েছে। বর্ধমানের একটি চালগদিতে সামান্য একটি কাজের সুযোগ পেলেও তা স্থায়ী হয়নি। কোনমতে চালানো যায় এমন একটি সাইকেলই ছিল তাঁর বর্ধমান শহরের আসা-যাওয়ার একমাত্র বাহন। পরে সেটাও চুরি হয়ে যায়। অনিতা সিনেমা লেন-এর পাশে বিশ্বনাথ বণিক মার্কেট বিল্ডিং-এ নতুন চিঠি-র অফিসে। বর্ধমানে এলে নিয়মিত সে পত্রিকা অফিসে আসতো। জমে উঠতো 'নতুন চিঠি'র পারিবারিক আড্ডা। সে-ও হয়ে উঠলো পরিবারের পরম-আপন এক সদস্য। তার নানাবিধ লেখায়, বিশেষত কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা।

কবিতার জন্যই শুধু কবিতা লেখা নয়, সত্যই যা কবিতা, তার মাধ্যমে জনমানুষের স্বার্থবাহী এক আদর্শ ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রত্যয় গড়ে তোলাই তার কবিতার প্রাণবস্তু? 'হাতে আমার মনের আর বিশ্বজয়ের তুলি' (হিরেমোতি)

সেই লক্ষ্য সাধনে অপরিহার্য মার্কসাবদের সঠিক ব্যাখ্যা ও তার সঠিক প্রয়োগ। বাস্তবের কোনো প্রতিকূলতাই মলয় রায়কে তার এই প্রত্যয় ও প্রয়াস থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। 'বিশ্বাসের কবিতা'-য় তার স্পষ্টোক্তি—

এসো সব ভোরের শব্দই মেপে রাখি
কখন ডেকে উঠবে রাতভাঙা প্রভাতের পাখি।

এ মাটি আমার ঘর
আপন গাছ. ফোটা ফুল।
হাঁটা পথ। বাতাস প্রতিকূল
তবু হাঁটি। নিশানা নির্ভুল।

মলয় রায় ও তার সাহিত্য যাপন

দেবেশ ঠাকুর

মলয় রায় নেই। ইস্, তাই হয় নাকি!

সে চলে যাবে অন্ধকার দেশে! যার কবিতায় এত আলো, এত প্রাণ সে চলে যাবে অজানার দেশে! নাহ্ বিশ্বাস হচ্ছে না। মানতে পারা যায় না। মেঘ হল না। বজ্রপাতের খবর!

তবু মানতে হয়।

দক্ষিণ দামোদর থেকে নড়বড়ে সাইকেলটি নিয়ে আসতে হতো বর্ধমান শহরে। ঘামে ভেজা ক্লান্ত শরীরে একটি চাল গদিতে অত্যন্ত সামান্য বেতনে কাজ করতে হতো। এই ভাবেই কোনভাবে দিনযাপন।

কাজ তার অন্ন-যাপনের অনুষঙ্গ। সাহিত্য তার হৃদয় যাপনের সঙ্গ। কবিতার খাতা সবসময় থাকত। বড় বড় কবিতা সচরাচর লিখত না। আণবিক ও পারমাণবিক বোমার মত ছোট ছোট কবিতায় একদিকে যেমন শ্লেষ অন্যদিকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা। তার ভাষায় আন্দোলন। 'নতুন চিঠি' পত্রিকার নিয়মিত সাহিত্যপত্রে অথবা শারদীয়তে তরবারির মত ঝলসে উঠত তার লেখনি।

ছন্দে অসামান্য দখল। মাত্রাবৃত্ত-অক্ষরবৃত্তে দারুন সাবলীল। একদিকে জীবনের অভাব-ছবি। অন্যদিকে চলমান স্বভাব-কবি।

'হিরের খনির শ্রমিক হয়েও কানাকড়ি নাই।' মলয় রায় চালের গদিতে কাজ করলেও অন্নের অভাব কোনদিন পিছু ছাড়েনি। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার কাজটিও চলে গেল। চরম দারিদ্র্য। ফুল্লরার বারোমাস্যার মতো অভাবের ধারাবিবরণী।

রাজনৈতিক মতে বিশ্বাস রেখে অবিচলভাবে তন্নিষ্ঠ। আপোষহীন যোদ্ধা। মাথা নত করেননি। দামোদরের

কৃষকসেতু পার হয়ে বিপন্ন সাইকেল ঠেঙিয়ে রাজনৈতিক অবস্থান অবিচল রাখা মাঝে মাঝে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। সাইকেলটিও এক সময় অপহৃত হয়। তবুও মুখে অমলিন হাসি। যে হাসিতে ঝিলিক দিত আত্মপ্রত্যয়, আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে সমাজ বদল দেখে যেতে পারব।

এক সময় একটি কার্যক্রমে মলয় রায়কে সংবর্ধিত করা হয়। পার্থ চৌধুরীর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। তৎসহ দিনেশ ঝা। অনেকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। সহযোগিতাও পেয়েছিল। বিহারের স্বগ্রাম থেকে একটি সুন্দর চাদর এনে দিয়েছিল। সাইকেলের জন্য ধরা হয়েছিল গৌতম তা মহোদয়কে। উনি সাগ্রহে সম্মত হয়ে একটি সুন্দর নতুন সাইকেল 'মেরুদণ্ডী কবির' হাতে তুলে দেন। আমার কলেজ জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য বন্ধু ড. হরিহর ভট্টাচার্য মলয় রায়কে খুব ভালোবাসতেন। সংবর্ধনার উত্তরে মলয় রায় যে কটি কথা বলেন তার মধ্যে বেদনার চেয়ে আশ্বাসের প্রতিধ্বনি অনেক বেশি। সেই অনুষ্ঠানে সপরিবার মলয় রায়কে রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার কবিতার সেই কবির মতো মনে হচ্ছিল। যেন একই বাঁধনে পড়িয়াছে বাধা লক্ষ্মী-সরস্বতী। অন্তত অর্চনা রায়কে দেখে তাই মনে হয়েছিল।

মলয় রায়ের হাতের লেখার মতো লেখার হাতও ঋজু। চমৎকার লিখত। গদ্য নিয়মিত লিখত। বিশেষত কলাম। অনেক বড় পত্রিকায় তার লেখা চারু গদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্কৃতির সবকটি ধারা-উপধারার মধ্যে যাত্রা সম্পর্কে মলয় রায়ের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। আমি অনেকবার তাকে দেখেছি প্রখ্যাত অভিনেতা রাখাল সিংহের বাড়িতে। 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছিল। অনেকটা লেখা হয়েছিল। ভাতৃপ্রতিম দিনেশ যদি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে বইটি নতুন চিঠিতে ধারাবাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পেতে পারি।

তার লেখা বুধমণ্ডলীতে সমাদৃত ও শংসিত। প্রতিবাদের সভায় তার নিত্য গতি। 'প্রতিভাদের' সভায় তত সমাদর নেই। তবু সে আপোষহীন যোদ্ধা। শমীবৃক্ষে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র নয়, রোদের আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠত তার অস্ত্র কবিতার ভাষা।

সময় কেড়ে নিল তাকে। অসময়ে। কালো মেঘের গায়ে বিদ্যুতের হরফ সাজিয়ে আলোর নতুন কবিতা লিখছে মলয় রায়। হয়ত সেদিন বরষা ঝরে ঝরো ঝরো মাথার উপর বাড়ি পড়ো পড়ো... তবু লিখে চলেছে কবি।

প্রতিটি বর্ণমালা হিরণ্ময়।

স্বভাবকবি মলয় রায়

মুরারী মণ্ডল

মলয় কবি প্রয়াত, খবর হলো সদ্য
বেঁচে থাকবে অনেককাল, মাঠ ফসল কাব্য।
স্বভাবকবি লিখত, ভোরের কবিতা
গুণমুগ্ধ আমরা সবাই, পড়তাম সবই তা।
ভাঙা সাইকেল মুখে বিড়ি হাসি অমলীন।
মনটাই বিরাট আধার, ছিল না দীন।
কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, মাইকেল
সঙ্গে গভীর কবিতা আর এক সাইকেল।

কমরেড মলয় রায়

পঙ্কজ পাঠক

আশ্চর্য লেখা তোমার
মিছিলের মুখ সাদা পৃষ্ঠা ছুঁয়ে
গল্পের ভিতর ঢুকে পড়ে, আর তুমি
চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে হাসো

এই জানুয়ারিতে কেমন দামোদরের জলরেখায়
রৌদ্র গড়িয়ে পড়েছে
আনমনে বাঁশের সেতু পেরোচ্ছ
হঠাৎ কোথায় যাচ্ছ

অভিমান ছিলনা তাই ভাত জুঁইফুল হয়ে উঠত
একটা দীর্ঘ পথ...
একা অথচ সকলের সঙ্গে
বলে গেলে না কি করে হাঁটলে

স্বভাব কবি—সভাকবি নয়

পার্থ চৌধুরী

কবি চলে গেলো। চলে গেল রাজার মতো। যে যাওয়া কবিকেই মানায়। কিষেণ বউয়ের চোখের জল; মজুরের শেকলছেঁড়া হাত কবিকে নীরবে বিদায় জানাল।

আমরা যখন শীতের সকালের আড়মোড়া ভেঙে কফির কাপে তুফান তুলেছি; কলাকৈবল্যবাদ নিয়ে চুল ছিড়ছি। সকালে খাসির মাংসের দোকানে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আসন্ন বিপ্লবের দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকছি; ঠিক তখনই কবি চলে গেলো। সকাল বেলা উঠে কবি টেনে নিয়েছিল কবিতা লেখার কাগজ আর সস্তার ডটপেন। ভোরের কবিতা আর লেখা হল না। কবির হৃদস্পন্দন থেমে গেল; বসন্তের অনাগত বাতাসটুকুর মত। কোথাও কি অলক্ষ্যে কিছু অশ্রু ঝড়ে পড়ল কবির জন্য? আমরা কেউ কবির স্মরণে লিখবো; কেউ কবিতায় ওই দুরন্ত অবিরাম যৌবনকে বাঁধবো; কেউ কেউ কবির নাম করে নিজের জ্বালা মিটিয়েও নেবো।

কবির এসবে কিছুই যায় আসে না। কোনোদিন যায় আসেনি। কবি তার সাইকেলটি নিয়ে মাঠ; আলপথ আর নদীর বাঁধ পেরিয়ে এসে বসবে। তারপর তার মলিন শালটিকে আর এক পোঁচ জড়িয়ে আমাদের পাশটিতে বসবে। তারপর বলে উঠবে; 'একটা বিড়ি দে দিখিন....' টেনে নেবে বাতিল কোনো টুকরো কাগজ। তাতেই ফুটে উঠবে। কবিতার আখর। কবিতা যে ওকে লিখতেই হতো। না লিখে পারতো না যে!

মঙ্গলবারের সকালে এই দুঃসংবাদ নিয়ে বেজে উঠলো মুঠোফোন। অর্ক জানাল; বড়মামা আর নেই।

শহরের বুধমণ্ডলীতে এই কবিরা চিরকাল প্রান্তিক। ওরা যে স্বভাবকবি। না লিখে পারে না। কর্মে কথায় গানে আত্মীয়তা অর্জন করেছিল ঘাম জড়ানো মানুষের সাথে। আমরা যারা সৌখিন মজদুরি করেছি তারা কিছু শুকনো বাহবা দিয়েছি। কবির পাশটিতে বসে তার মনের নাগাল পাইনি।

যে সাইকেল কবির অনুষঙ্গে জড়িয়ে গেছে; সেই সাইকেল বাহন কবিকে এই শহর করেছে। এই বিরাট বেড়ে চলা শহর কবিকে একটা ছোটখাট কাজ দিতে পারেনি। সত্যি কথা বলায় একটা নিরাপদ চাকরি ফস্কে গেছিল। আর একটা কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। নীরব বেদনায়; হতমান কবি গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। সে বড় লজ্জার কথা; এই ভেবে তাকে চেপে রাখলে আমাদের পাপবোধের স্খালন তাতে হবেনা। সত্যিটা এই; তারপর থেকে প্রতিটা দিন কবিকে এক অসম লড়াই লড়তে হয়েছে। লড়াকু ছিল যে। শুধু আমরা তার তেমন করে খোঁজ রাখিনি।

কবি ছিল না পাওয়ার জীবন্ত বিবৃতি। তার কবিতায় উচ্চচিন্তার গিঁটকিরি; হাল ফ্যাশানের পঁয়জার কিছু হয়ত ছিলনা; কিন্তু যা ছিল তা ওই মাঠফসল। মাঠের; গাঁয়ের; শহরের বস্তিতে কুড়িয়ে পাওয়া কিছু নিখাদ আবেগ। কিছু নির্মম উচ্চারণ।কিছু নির্ভার পদ্য। তাই হয়তো শহুরে বুধমণ্ডলীতে কবিকে নিয়ে উদযাপন হয়নি। প্রচলিত এবং আলোকিত প্রগতিশীল বলয়ে তো গান কবিতা সাহিত্য সংবাদ একটা অনুষঙ্গ। তার উপর আবার মেঠো কবিতা! ও ওই নতুন

চিঠির এককোণে ছাপার যোগ্য। কী কষ্টে যে কবিকে তার বই প্রকাশ করতে হয়েছে তার সাক্ষী কয়েকজনই। প্রকাশক ছিলাম কী না!!

কবিকে নিয়ে শহরের বুকে টাউনহলে একটা সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোগে কিছু একলষেঁড়ে নিকটজন। গৌতম তা, অরবিন্দ সরকার, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঠাকুর আর আমাদের শিক্ষক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, অশোক বন্দোপাধ্যায়রা ছিলেন মঞ্চে। সংবর্ধনার উত্তরে কবি সেদিন কিছু বলতে পারেনি। চোখের জলে ভাষা চাপা পড়ে গেছিল।

তবু এটুকুও উল্লেখ থাক। সেই আয়োজনেও এ প্রশ্নও কেউ তুলেছিলেন; 'এত কবি থাকতে ওকে নিয়ে কেন?'

এই স্বভাবকাঁকড়া প্রগতিশীল বাঙালিকে ঘেন্না করতে কারো পারমিশন লাগবে নাকি?

কবির খোঁজ না রাখলেও সে আমাদের খোঁজ রাখতো;

যখন কবি শহরে থাকতো সকাল হতেই লুঙ্গি পড়ে হাজির হত আমাদের অনিতা গলির সেই স্বপ্নের দপ্তরে। তখনো হয়তো জমেনি আসর। সেই জ্যোতিস্কবলয়ে শঙ্কর সরকার ছাড়া আর যে রোজ আসত সে ওই মাঠফসলের কবি। সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা দেয়ালে। মনের খেয়ালে লিখে যাচ্ছে পাতার পর পাতা। তারপর বলে উঠতো—'চা বল দিকিনি.../'এই সুচাঁদ'...

এরপর যে আড্ডার আসর জমবে তাতে সান্ধ্যভাষা থাকবে। কিঞ্চিৎ আদিরস থাকবে। কিন্তু মাঝেই ঝলক দিয়ে যাবে চেতনার বর্শাফলক। জীবনের নানা আঘাত তাতে একটুও মর্চে ধরাতে পারেনি।

আমাদের মত জুনিয়রদের কবি খুব ভালবাসত। সাতকাহন করে আমাদের কথা লোককে বলত। গত কদিন আমার ফেসবুকের ওয়ালে কবি কত কিছু লিখে গেছে। ওগুলোই কি যাবার সিগন্যাল ছিল?

কবি নতুন চিঠিকে নিজের ঘর ভাবত। এইরকম আরো অনেকেই ছিলেন। আছেন।

কিন্তু তার সহজিয়া জীবনে প্রকাশের ব্যাথা আর প্রাণের আকুলতা যেভাবে কবি প্রকাশ করে গেছে তা আর কেউ পারে নি। ওটা কবির একচেটে ছিল।

আসলে কবি কোথাও যায়নি।

কবির কোথাও যাবার ছিল না। ওই মুখে দু'কলি রবি ঠাকুর; মাইকেল শুনিয়ে কবি চলছে শহরের দিকে।

নাগরিক কবিয়াল হবার দায় তার নেই।

সে যে প্রাণের মানুষ।
মলয়দা।
মলয় রায়।।

প্রধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তৃণমূলীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যরা। ঘটনাটি কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতের ১৬ জন মধ্যে ১২ জন তৃণমূলের টিকিটে জয়ী সদস্য দলীয় পঞ্চায়েত প্রধান গীতশ্রী গোস্বামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাবলু হাঁসদা জানান, দেড় বছর ধরে পঞ্চায়েতে অচলাবস্থা চলছে। কোনরকম পঞ্চায়েতের বোর্ড মিটিং না হওয়ায় কোন রেজুলেশন হচ্ছে না। কিন্তু রেজুলেশন ছাড়াই প্রধান নানা খাতে অর্থ ব্যয় করছেন। তিনি ইতিমধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন জলের কল ও লোহার পাইপ বেআইনিভাবে বিক্রি করে দিয়ে সাত লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পঞ্চায়েতের ৭৮ টি গাছ বিক্রি করে দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানের কারণেই ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বহু ছাত্র-ছাত্রী স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ প্রধান প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দেননি। তাই দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানের অপসারণ পাশাপাশি গ্রেপ্তারের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এখন এই বিক্ষোভ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে হচ্ছে, প্রয়োজনে বিক্ষোভ হবে ব্লক অফিসেও। যার বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ, সেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতশ্রী গোস্বামীর মোবাইলে ফোন করা হয়। তিনি ফোন ধরেননি।

শিক্ষকনেতা রাউল গুহ-র জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ জানুয়ারি : কালনার শিক্ষক নেতা রাউল গুহের (৫৩) জীবনাবসান হয়েছে। কৃষ্ণনগরের ছেলে রাউলবাবু ১৯৯৮ সালে কালনার বাদলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এখানে যোগদান করার পর তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে সঙ্গে যুক্ত হন। তারমধ্যে শিক্ষক আন্দোলন, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনগুলি রয়েছে। তিনি বর্তমানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলা কাউন্সিল সদস্য এবং বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি তিনি সিপিআইএমের কালনা-২ এরিয়া কমিটির সদস্য এবং পরে কালনা শহর এরিয়া কমিটির সদস্য হন। পরিবর্তনের সরকার আসার পর স্কুলের কাছাকাছি সেনেরডাঙ্গা ভাড়াবাড়ি থেকে তাকে

চলে যেতে বাধ্য করানো হয়। তখন কালনা শহরে ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাসদের বাড়ি থাকতে শুরু করেন। পরে তিনি কালনা শহরের কাসারিপাড়ায় বাসা ভাড়া নেন। সেখানেই একমাত্র কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। রাউলবাবুর মৃত্যুতে বহু মানুষ শোক প্রকাশ করে বলেন—তাঁর মতো একজন সহৃদয় মানুষের কথা বহুদিন মনে রাখবে কালনার মানুষ।

গদাধর পাল-এর জীবনাবসান

—প্রথম পাতার পর

সিংহ রায় ও গৌরি ভট্টাচার্যের সংস্পর্শ এসে গদাধর পাল ষাটের দশক থেকেই শিক্ষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এলাকায় আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। একসময় ইন্দ্রপুর গ্রামে ঘাঁটি গেড়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৮ সালে সিপিআই(এম)-এর পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। ৭০ দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকতে হয়। দীর্ঘ ৬ বছর পরে বাড়ি ফেরার পর প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন। তারপরও আরো দুইটি পর্যায়ে তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। এছাড়াও তিনি সারা ভারত কৃষক সভার কালনা ১ ব্লকের সভাপতি ও জেলা কমিটির সদস্য, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ডিরেক্টরের পদ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে, নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

প্রান্তজন—আত্মজন (৩৬)

রত্না রশীদ

আমার সেই বিলিতি মামা আমাদের শিখিয়ে গিয়েছিল, আইসের সঙ্গে ক্রিম থাকলে তবেই সেটা আইসক্রিম। অর্থাৎ দুধ বা মালাই জমিয়ে তৈরি হবে আইসক্রিম। তারপর 'কেক' মানে নাকি পিঠে। যতঃসব বাজে কথা। ছোটদের দেখলেই বড়দের মাস্টারি করার সুযোগ।

তারপর তো ছিল জোর করে গান গাওয়ানো। আচ্ছা, জোর করে গান হয়? তারপর ওরকম বিলিতি মামার কথায়? এমনিতেই ভয় লাগে কাছে যাই না, তার ওপর যন্তরে গেঁথে নেবে। সবাইকে শোনাবে।

গান আমরা গাইতে ওস্তাদ। ইস্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত আরও মাইকে শোনা সিনেমার গান। আর শুনতে পেতাম ভিক্ষে চাইতে আসা লোকজনের পাঁচমিশেলি গান। আমি আর ভাই একদিন আমাদের কোয়ার্টার থেকে একটু দূরে রামধনীকাকুর সব্জি দোকানে চালার নিচে পড়ে থাকা কুমড়োবীজ খেতে গেছি। প্রায়ই যেতাম। তো দোকানে একজন ভিক্ষে করছে গান গেয়ে গেয়ে—

যদি খাও ইলিশ
তো বিয়ে করোগে পুলিশ.....

আর অনেক বড়ো গান। তবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধুয়া এই দু'লাইন। আমাদের কুমড়ো বীজ খেতে খেতে এই দুটো লাইন মুখস্থ হয়ে গেলো। গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরেছি, দুয়োরেই মা—ক্যাচ কট্ কট, —এসব গান কোথায় শিখলি?

—ফকিরের কাছে, ভিক্ষে চাইছিল। এটা তো বাংলা গান। না বুঝে আমরা মাইকে শোনা হিন্দি ফিল্মী গান গলা ছেড়ে গাইতাম বলে মা বকতো, কিন্তু এটা তো বাংলা গান। তবু মায়ের রাগ রাগ ভাব।

—বাংলা হলেও গাইবি না।

—কেন?

—পুলিশ কাকুদের অপমান হয়।

—গালাগালি আছে গানটায়?

—হ্যাঁ। এক রকম গালাগালিই।

—কোন্‌টা গালাগালি?

—পুরোটা। খাওয়ার লোভ দেখানো খারাপ, আর কারো পেশা তুলে কথা বলা আরো খারাপ। এরকম বলবি না।

আমরা দু'ভাইবোন মায়ের কথার মাথা-মুণ্ডু কিচ্ছুটি বুঝলাম না। কোন্‌টা খারাপ আর কোন্‌টা ভালো গুলিয়ে গেল আমাদের। আমরা যখন এরপর থেকে বাইরে মাঠে গিয়ে গলা ছেড়ে গাইতাম—

১) হও করমেতে বীর হও ধরমেতে ধীর।

২) একটা কারনিকুয়ো আমার জন্যে (প্রতিমা)

৩) আগুনের পড়া শোনা করো (পরশমণি)

৪) বোল রাধা বোল সাজগোজ করবি নাকি

৫) দিবি বলে গালকাটালি, জালের ঝুড়ি জালের ঝুড়ি (আশা)

আরো কতো কতো গানের ওস্তাদ ছিলাম আমরা।

এই 'খারাপ' আর 'ভালো'-র গোলমাল নিয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছিলো। এখনো ঘুলিয়েই আছে। তবে এখন সাহসের সঙ্গে যা মনে আসে বলি, তখন ভয়ে মুখে চাবি দিয়ে রাখতাম। সতর্ক হয়ে প্রশ্নকর্তার মুড বুঝে উত্তর দিতাম ভয়ে ভয়ে। কী আতঙ্ক! কোথায় কি খারাপ কথা বলে ফেলি!

একদিন আমাদের স্কুলের উঁচু ক্লাসের দিদিরা টিফিনে গল্প করছিল। আমার মামাতো দিদি মণিদি ওদের বন্ধু বলে আমাকে দলে নিতো। তখন সবে রেজাল্ট বেরিয়েছে। দিদির বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো—কিরে তুই পাশ করেছিস? আমি বুঝতে পারলাম না কী উত্তর দিলে ভালো হবে। তখন প্রাইমারিতে পড়তাম। কদিন আগেই মায়ের কাছে ইলিশ-পুলিশ গান নিয়ে বকুনি খেয়েছি। ভাইকে যা খুশি বলতে পারি, কিন্তু এদের কী বলবো? আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। মণিদি উত্তর দিতে গেলে ওরা থামিয়ে দিলো—

—তোর বোন নিজে বলুক। বোবা নাকি!

আমি বুঝে পাচ্ছি না কী করবো, বলে আবার বকুনি খাবো। মণিদি বললে—

—বল্, তোর ভয় কি? আমি আছি তো।

তখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—দিদিরে, কোনটা ভালো? পাশ, না ফেল?

এবার সবাই মিলে হো হো করে হেসে উঠলো,

—তুই পাশ-ফেল বুঝিস না?

এবার দিদি বললো, তুই নতুন ক্লাসে এখন বসিস, না এখনো পুরনো ক্লাসে, সেটা বল।

দিদির মুখ রাগ রাগ এমন হাঁদাগঙ্গারাম বোনের জন্য। তবে তখন আমি ভরসা পেয়ে বললাম—

—আমি তো নতুন ক্লাসে বসি।

এবার সবাই মিলে বলে উঠলো—তার মানে তুই পাশ করেছিস। কি বোকারে, একটুও বুঝিস না!

আমার মণিদি এবার ওদের বললো—

—আমার বোনটাকে তোরা শুধু শুধু হেনস্থা করলি। আমি বলতে গেলাম, আমাকেও বলতে দিলি না। আমার বোন এবার ফার্স্ট হয়ে ওয়ান থেকে টু-এ উঠেছে। তবু তোরা ওকে এমন করলি।

—তোর বোন যদি হাবা হয় তো কী করবো, ওকে মানুষ কর।

—ও তোদের থেকে অনেক ভালো মানুষ। ও হাবাও নয়, বোকাও নয়। ও সরল।

দিদির সঙ্গে ওর বন্ধুদের মনোমালিন্য হয়ে গেল। শুধু শুধু। আমার জন্যে।

আমি আমার এমন ভালো ভালো কাজিনদের ঘেরাটোপে বড়ো হয়েছি। মায়া, মমতা, স্নেহ কী জিনিস বুঝতে বুঝতে বেড়ে উঠেছি। সবার এমন সৌভাগ্য হোক।

(চলবে)

অনুভূতি

আমি বলি আমার ভাষায়।
যা আসে লিখি।
কবিতা হোক বা না হোক, অত দায় আমার নেই।
আমি শুধু যন্ত্রণা বুঝি। কেউ যদি কবি বলতে না চান,
মানতে না চান
আমার কিচ্ছু এসে যাবে না।
আর করি না রাগ।
আজীবন সহকারি খালি মানিব্যাগ।

আমার কোন লেজ বা টিকি নেই।
ঐশ্বর্য নেই।
ভূত ভবিষ্যত বর্তমান নেই।
তত্ত্বের গন্ধমাদন ঘেঁটেও লাভ নেই।

যে কটা দিন বাঁচি।
ভোরের হাওয়ায় স্বপ্ন ছুঁড়ে
যাবো চেতনার গ্রামোফোনে।

মলয় রায়-এর কয়েকটি কবিতা

রবীন্দ্রনাথ

চোদ্দ পুরুষ বশতবাটীর রক্ত তন,
বোধবৃক্ষের সিঁড়ি বেয়ে নামলে পরেই
বটের শিকড় রবীন্দ্রনাথ।
জ্যান্ত মানুষ হয়েই হাঁটতে চাই
প্রহর গুণি সারা রাত।

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষা।
বন চাই। বন্যতা নয়।
আগুন চাই। ঘর পোড়াতে নয়।
শিক্ষা চাই। অশিক্ষা জন্ম দিতে নয়।
পড়শির কবি হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

'স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে বর্ধমানের স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির চন্দ্র রায়-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি :'
এখনও কিছু কপি নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে পাওয়া যাচ্ছে;
নব কলেবরে প্রকাশিত
'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।
লেখকের ছবি সহ প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫২। দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮২। মূল্য যথাক্রমে ৬০০ এবং ৫০০ টাকা।
পাওয়া যাচ্ছে শিবানন্দ পালের গবেষণামূলক গ্রন্থ
'সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল মহাবিদ্রোহ'
বিদ্রোহ স্থলের ম্যাপ ও ছবি সহ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৯। মূল্য ৫০০ টাকা।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা